তরুণ সিরিজ ১

যুবক!
ইউ আর দ্য গেম চেঞ্জার

মাসুদ রানা সাগর

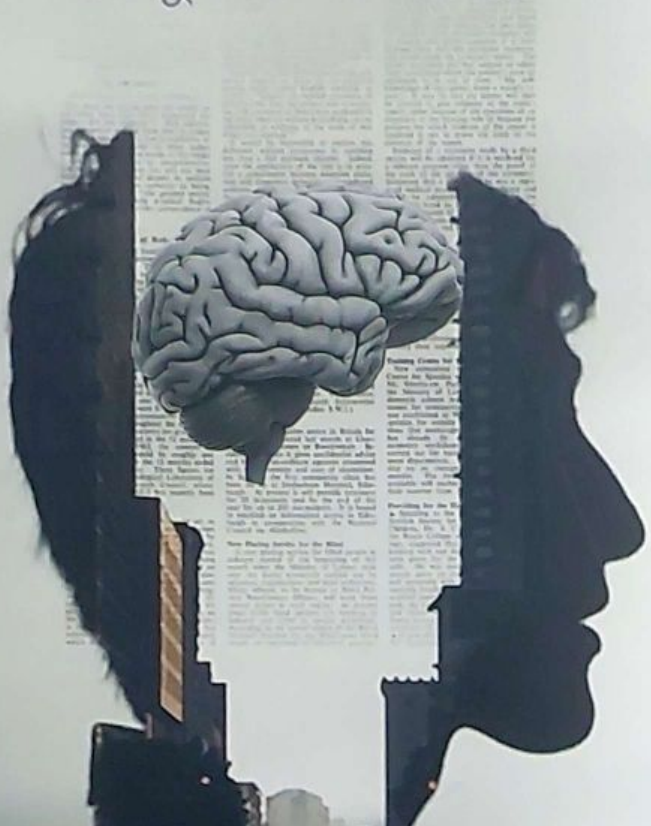

যুবক!
ইউ আর দ্যা
গেম চেঞ্জার

মাসুদ রানা সাগর

তালিয়া
প্রকাশন

সূচিপত্র

নিজেকে চেনো	১১
হে তরুণ প্রজন্ম	১৮
মুসলিম তরুণ প্রজন্ম	২১
এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ	২৯
দলবদ্ধ যুবক সম্প্রদায়	৩৭
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করো	৪৩
নিজেকে গড়ো	৪৬
সভ্যতা পরিবর্তনে কুরআন	৫৪
চিন্তক হও	
* সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী	৫৭
* ইবনে খালদুন	৬০
* আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল	৬২
মুসলিম উম্মাহ্‌র সিংহপুরুষ	
* বখতিয়ার খিলজি	৬৪
* মুহাম্মদ বিন কাসিম	৬৬
* সালাউদ্দিন আইয়ুবী	৬৯
একগুচ্ছ নসিহা	৭২

নিজেকে চেনো

গ্রিক দর্শনের সবচেয়ে জনপ্রিয় উক্তি ছিল, 'নিজেকে চেনো' (know thyself)। আর এই চিন্তা-দর্শনই গ্রিক সভ্যতার সবচেয়ে সেরা উক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও এই চিন্তা-দর্শন এখনো জনপ্রিয়। এই চিন্তা-দর্শন নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচনা-পর্যালোচনার যেন শেষ নেই।

তবে নিজেকে কীভাবে জানতে হবে? সেই পথপদ্ধতি কী? আমি আসলে কে? নিজেকে জানলে কী হবে তথা আমার দায়িত্ব কী? এই প্রশ্নের উত্তরগুলো না সক্রেটিস দিতে পেরেছে আর না পেরেছে তার শিষ্য প্লেটো ও এরিস্টটল। আর গ্রিক দর্শনের ব্যর্থতা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

আবার, আরেকজন বাংলাদেশি বাউল সাধক ফকির লালন শাহ্। তিনিও কয়েক যুগ ধরে অসংখ্য মানুষের কাছে আলোচিত একজন ফকির দার্শনিক। তিনিও একই কথা বলেছেন–

ও যার আপন খবর আপনার হয় না,
একবার আপনারে চিনতে পারলে রে
যাবে অচেনারে চেনা।

নিজেকে চেনার কথা তিনিও বলেছেন, কিন্তু সক্রেটিসের মতো তিনিও নিজেকে কীভাবে চিনতে হবে, চিনলে কী হবে– এসব বিষয়ে পুরোপুরি স্পষ্ট কিছু বলে যাননি। তার দর্শন চর্চা করে নিজেকে জানতে গিয়ে দেখা যায়, তার ভক্তরা জীবন-সমাজ থেকেই চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রতিনিয়ত অন্ধকারে হারিয়ে যেতে থাকে।

প্রথমত

নিজেকে জানার পরিপূর্ণ পথপদ্ধতি নিয়ে হাজির হয়েছে ইসলাম। যার ফলে মানুষ যেমন দুনিয়াতে প্রশান্তি, আলোকিত, স্বচ্ছ-সুন্দর ও অর্থবহ জীবনকে খুঁজে পেয়েছে, তেমন জানতে পেরেছে পরকালীন মুক্তির পথ। ইসলাম একেবারে নির্ভেজালভাবে বলে দিয়েছে, নিজেকে জানো, তাহলে তুমি

তোমার স্রষ্টাকে জানবে। ইসলাম বলেছে, 'মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রব্বাহু।' অর্থাৎ যে নিজেকে চিনেছে, সে তার স্রষ্টাকে চিনেছে।

মানুষ যখন নিজেকে খুঁজবে, তখন সে তার স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাজিল হওয়া মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকে সকল প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে। মানুষ যদি নিজেকে প্রশ্ন করে, সে আসলে কে? তাহলে কুরআন জবাব দিবে–

মানুষ! আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে এক অনন্য ও অসাধারণ সৃষ্টি। মানুষকে দেওয়া হয়েছে ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য সুচিত করার এক অনুপম ক্ষমতা। মানুষই একমাত্র সৃষ্ট জীব, যাদের রয়েছে বিবেক ও বোধশক্তি। এ বিবেকেই তাদের চালিকাশক্তি এবং আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণের অনুসন্ধানী। ফলে মানুষকে তিনি আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব-রূপে ঘোষণা দিয়েছেন।

মানুষ (নিজেকে) সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? আমার দায়িত্ব কর্তব্য কী? তাহলে কুরআন জানিয়ে দেবে,

> আমি জ্বিন ও মানবকে শুধু এই জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। (সূরা জারিয়া: ৫৬)

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইসলাম ব্যতীত যত সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তা-দর্শন, জীবনব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তা মানুষকে দাসে পরিণত করেছে। সেই সাথে সবলরা দুর্বলদেরকে শাসন করেছে। মানুষের ব্যক্তিজীবনে অশান্তির সৃষ্টি এবং মানব-সভ্যতাকে শুধুই ধ্বংস করেছে। আর ইসলাম দিয়েছে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধুই প্রশান্তি। সেই সাথে মানব-সভ্যতাকে করেছে আলোকিত। আজকের যে ইউরোপ, আমেরিকা নিজেকে আলোকিত দাবি করে, সেই ইউরোপ আমেরিকাও ইসলামী সভ্যতার আলোয় আলোকিত হয়েছে। সেজন্য তারা এত উন্নত ও সমৃদ্ধ।

কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তাদের ইসলাম না থাকার ফলে আজ তারা অশান্তির এক দাবানলে ধুঁকে ধুঁকে পুড়ে মরছে। আর জাহেলিয়াত থেকে যারাই নিজেকে জানতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে, তারাই সবকিছু ত্যাগের বিনিময়ে হলেও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে অন্তরাত্মাকে প্রশান্তির সাগরে ডুবিয়েছে।

দ্বিতীয়ত

নিজেকে আরেকভাবে চিনতে হবে। এবার নিজের ভিতরের অন্তর্নিহিত শক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে। নির্দিষ্টভাবে এই দুনিয়াকে আমার কী দেবার আছে? স্পেশালি কোন একক মৌলিক কাজের জন্য আমার জন্মলাভ? সেই নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে।

নিজেকে এভাবে চিনতে পারলে নিজের ভিতরের সক্ষমতাকে খুঁজে পাওয়া যায়। নিজের ভিতরের অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তাকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। যা দিয়ে দুনিয়াকে অবাক করে দেওয়া সম্ভব।

এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ ইবনে সিনা! ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও দার্শনিকও বটে। কিন্তু তার এই বিশ্ববিখ্যাত হওয়ার পিছনের গল্পটা কী? সেটা ছিল আত্মবিশ্বাস ও নিজের আপন সত্তাকে আবিষ্কার। নিজেকে আবিষ্কার করার দৃঢ় সংকল্প, সেই আবিষ্কারই তাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিজের সেই সক্ষমতার মাধ্যমে পুরো দুনিয়াকে কল্যাণ দিয়ে তিনি আজও অমর হয়ে আছেন বিশ্ব জুড়ে।

শতশত মুসলিম বিজ্ঞানী নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন বলেই তারা দুনিয়াকে আলোকিত করতে পেরেছেন। উন্নত সভ্যতা গড়তে যে সমস্ত জিনিস আবিষ্কার করা হয়েছে, তারাই সেগুলোর প্রথম আবিষ্কারক। তাদের মাঝেই কেউ কেউ বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, গবেষক, বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলী।

হে যুবক! তোমরা তো তাদের উত্তরসূরি। তাহলে তোমরা কেন নিজেদের আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হবে?

নিজের মনের কথা শোনো, নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করো, দেখো সে কী বলতে চায়!

সে যদি গণিতকে ভালোবাসে, তাহলে তোমার সাবজেক্ট ইতিহাস কেন হবে? আবার সে যদি ইতিহাসবিদ হতে চায়, তাহলে অন্যের ইচ্ছায় ইংরেজিতে পড়বে কেন? নিজের ভিতরের সক্ষমতাকে খুঁজতে থাকো, সেটা পেয়ে গেলে তুমিও হতে পারবে ইবনে খালদুন।

জানো, ইবনে খালদুন কে?